প্রতিবেদন :"রবীন্দ্র-জন্মোৎসব"

দেবাশীষ রায়, যুগ্ম সম্পাদক, কর্মিমণ্ডলী: শান্তিনিকেতন

এবছরও (২৫শে বৈশাখ, ১৪৩২ (ইং ০৯ই মে ২০২৫) বিশ্বভারতীতে কর্মিমণ্ডলীর উদ্যোগে পঁচিশে বৈশাখ খুব আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হয়। ভোরবেলা পাঁচটার সময় বৈতালিকে "এ দিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার / আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হল কার" উপাচার্য মহাশয়ের উজ্জ্বল

উপস্থিতিতে বিশ্বভারতী পরিবারের সদস্যরা আশ্রম প্রদক্ষিণ করেন। এরপর রবীন্দ্রভবন থেকে ভোর সাড়ে পাঁচটায় কবি কণ্ঠ প্রচারিত হয়। যাতে সমগ্র আশ্রম চত্বরে কবিকণ্ঠ পৌঁছে যায় তার ব্যবস্থা করা হয়। সকাল বেলা উপাসনা গৃহের উপাসনায় উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ মহাশয়। উপাসনায় আচার্য আসনে ছিলেন বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বেদমন্ত্রপাঠ করেছেন বিশ্বভারতীর সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রী তৃষিতা চক্রবর্তী।

‘হে নূতন, দেখা দিক আর-বার’, ‘নব আনন্দে জাগো’, ‘নূতন প্রাণ দাওপ্রাণসখা’, ‘জয় হোক, জয় হোক’ আর‘ওই মহামানব আসে’ এই রবীন্দ্রসংগীত গুলি রবীন্দ্র জন্মোৎসবের উপাসনায় সংগীত ভবনের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক অধ্যাপিকারা পরিবেশন করেন। আচার্য তাঁর ভাষণে বর্তমান জীবনে রবীন্দ্রনাথের অপার প্রাসঙ্গিকতার কথা তুলে ধরেন। উপাসনা শেষে উপাসনা গৃহ থেকে রবীন্দ্রভবনে পদযাত্রা করে আসা হয় “এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়” গানটি গাইতে গাইতে।

রবীন্দ্রভবনে গুরুদেবের আসনে পুষ্প অর্পণ করেন উপাচার্য সহ বিশ্বভারতী পরিবারের সদস্যরা। এরপর উপাচার্যের সভাপতিত্বে মাধবীবিতানে অনুষ্ঠিত হয় গুরুদেবের জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান।

পাঠভবন, শিক্ষাসত্র, শ্রীনিকেতন মিউজিক ইউনিট, বিনয়ভবন ও সংগীতভবনের ছাত্রছাত্রীরা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। উপাচার্য মহাশয়ের ভাষণে সিঞ্চিত ছিল সমবেত যাপনের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্র আদর্শের সার্থক প্রকাশ। এই অনুষ্ঠানে ওড়িয়া ভাষা, অসমীয়া ভাষা, চীনা ভাষা ও জাপানী ভাষাতে রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে পাঠ করা হয়। এইদিন সন্ধ্যায় কর্মি মণ্ডলীর উদ্যোগে শিক্ষাসত্রের ছাত্র-

ছাত্রীরা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের "তাসের দেশ" নাটিকাটি গৌরপ্রাঙ্গণ মঞ্চে মঞ্চস্থ করে। সবশেষে আশ্রম সংগীতের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।